দামুড়হুদায় গোয়াল ঘর থেকে গাভীসহ বাছুর চুরি, থানায় অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার মোক্তারপুরে গোয়াল ঘরের বাঁশের বেড়া খুলে এক কৃষকের ২টি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামের মাঝের পাড়ার (রিফিউজি পাড়া) মৃত মুনছুর আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪৮), এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগীর নিজস্ব ০১টি গাভী ও ০১টি বাছুরসহ মোট ০২টি গরু ছিল। প্রতিদিনের ন্যায় গত বুধবার রাত আনুমানিক ১০ টার সময় তিনি নিজ বসত বাড়ির গোয়াল ঘরে গরু ০২টি রেখে গোয়াল ঘরের দরজা বন্ধ করে পাশের শয়ন কক্ষে ঘুমাতে যান।

পরদিন গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর আনুমানিক ৪ টার সময় নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে তিনি দেখতে পান গোয়াল ঘরের দরজা লাগানো থাকলেও পাশের বাঁশের বেড়া খোলা অবস্থায় পড়ে আছে এবং ভিতরে থাকা গরু দুটি নেই। তার ডাক-চিৎকারে পরিবারের সদস্য ও আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন।

চুরি যাওয়া গরু দুটির আনুমানিক বাজার মূল্য ১,৪৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা।

চুরি যাওয়া গাভীটির গায়ের রং – পেয়ালা লাল, জাত- দেশী, শিং- ছোট ছোট, কান- মাঝারি ও বাছুরটির গায়ের রং- লাল, বিশেষ চিহ্ন- লেজ কাটা (লেজের গোপালী নাই)।

ভুক্তভোগী জানান, ঘটনার পর থেকে চুরি যাওয়া গরু দুটি বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। খোঁজাখুঁজি এখনো চলমান আছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ রাসেল মিয়া জানান, অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় দীর্ঘ ১৭ বছর জমি দখলের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার সুলতানপুর গ্রামে জমি জবরদখল, নির্যাতন ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে দর্শনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী অভিযোগ করে বলেন, আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজগর টগর, তার ছোট ভাই ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মনসুর বাবু এবং স্থানীয় চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলমসহ এদের যোগসাযসে দীর্ঘ ১৭ বছর জবর দখল করে রেখেছে।

এসব ঘটনার কারণে প্রায় ১৭ বছর ধরে নিজ গ্রাম ছেড়ে জীবননগরে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছেন বলে অভিযোগ করেছেন আনারুল ইসলাম নামের এক কৃষক। তার দাবি, পৈতৃক ও ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া জমি দখল করে নেওয়ার পাশাপাশি তাকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়েছে। এ ঘটনায় একাধিক মামলা-মোকদ্দমা হলেও তিনি এখনো জমি ফিরে পাননি।

ওই ব্যক্তি হলেন সুলতানপুর গ্রামের মৃত ইসাহাক দফাদারের ছেলে মো. আনারুল ইসলাম। শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে দর্শনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ তুলে ধরেন।

লিখিত বক্তব্যে আনারুল ইসলাম জানান, সুলতানপুর ও কামারপাড়া মৌজায় তাঁর এবং তার ছয় বোনের নামে থাকা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। তার অভিযোগ, প্রায় ১৬ থেকে ১৭ বছর আগে স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি জোরপূর্বক তাদের জমি দখল করে নেন। জমি উদ্ধারের চেষ্টা করেও প্রতিকার না পেয়ে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে তিনি গ্রাম ছেড়ে জীবননগর উপজেলার নারায়ণপুর এলাকায় বসবাস শুরু করেন।

আনারুলের দাবি, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে তাকে বিভিন্ন সময় ভয়ভীতি দেখানো ও নির্যাতন করা হয়েছে। প্রাণনাশের আশঙ্কায় নিজ বসতভিটা ছেড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন পরিবার ও নিজস্ব জমিজমা

থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জমিসংক্রান্ত একাধিক দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার কথা উল্লেখ করেন। লিখিত বক্তব্যে মামলার নম্বর ও বিভিন্ন আদালতের রায়ের তথ্য তুলে ধরে আনারুল দাবি করেন, জমির মালিকানা ও দখল নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া চললেও বাস্তবে তিনি তার জমির অধিকার ফিরে পাননি। আদালতের রায় ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের আলোকে বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করে দেখার দাবি জানান তিনি।

আনারুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে দেশে জনবান্ধব সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। এ পরিস্থিতিতে তার নামে থাকা দলিল এবং ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া জমির কাগজপত্র যাচাই করে দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চান তিনি। একই সঙ্গে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও দাবি জানান।

আমঝুপিতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর মধ্যপাড়া গ্রামে হাসনাহেনা (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় নিহতের বাবা-মা তাঁদের মেয়েকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ করেছেন। তবে ঘটনাটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শ্বশুরবাড়ির একটি কক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকে তাঁর শাশুড়ি মাহফুজা পলাতক রয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

নিহত হাসনাহেনা মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের হাসাইনের

মেয়ে। প্রায় সাত মাস আগে রঘুনাথপুর গ্রামের মিনহাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্থানীয়দের ভাষ্য, বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাসনাহেনার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির বিরোধ চলছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক দিন ধরে পারিবারিক কাজকর্ম নিয়ে হাসনাহেনা ও তাঁর শাশুড়ির মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শাশুড়ির বাড়ির একটি কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় হাসনাহেনাকে দেখতে পান তাঁর চাচি-শাশুড়ি সোহাগী। পরে তিনি আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে নিচে নামান।

চাচি-শাশুড়ি সোহাগী জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে কলার মোচা কাটার জন্য দা নিতে তিনি ওই বাড়িতে যান। এ সময় ঘরের ভেতরে ঢুকে ফ্যানের সঙ্গে হাসনাহেনার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। এমন দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। পরে দ্রুত আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে ঘটনাস্থলে জড়ো হন।

প্রতিবেশী পরশ জানান, পাশের বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে তাঁরা ঘটনাটি জানতে পারেন। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাসনাহেনাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় কয়েকজন মিলে তাঁকে নিচে নামান। তবে কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি তিনি।

নিহতের স্বামী মিনহাজ বলেন, ঘটনার সময় তিনি মাঠে কাজ করছিলেন। বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, গত তিন দিন ধরে তুলা ওঠানো নিয়ে তাঁর মা ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। তবে ঘটনার সময় বাড়িতে না থাকায় কী ঘটেছিল, তা তিনি সরাসরি দেখেননি।

নিহত হাসনাহেনার বাবা-মা অভিযোগ করে বলেন, তাঁদের মেয়েকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে তাঁরা সন্দেহ করছেন।

মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁরা ভেঙে পড়েছেন। তাঁরা ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, তাঁদের মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

আমঝুপি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) মজিদ বলেন,

বিয়ের পর থেকেই হাসনাহেনার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির বিরোধ চলছিল বলে তিনি শুনেছেন। তবে ঘটনার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি নিচে নামানো অবস্থায় দেখতে পায়। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, ঘরের ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় গৃহবধূকে ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। পরে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ঘটনার পর থেকে নিহতের শাশুড়িকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা তদন্ত ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সার ডিলার নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলায় সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা।

দলটির দাবি, জেলায় ৪৫ জন সার ডিলারের মধ্যে ৪২ জনই বিএনপির দলীয় লোক। তবে এ দাবির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বুধবার (২১ অক্টোবর) সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গায় দলটির জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ ও দাবি তুলে ধরা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য

দৌলতপুরে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন নিপীড়ন চেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক কারাগারে

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের চেষ্টার অভিযোগে সাঈদ হোসেন নান্নু নামে এক মাদরাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে বুধবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার ভুক্তভোগী ছাত্রীর মা দৌলতপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। পরে ওই রাতেই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অভিযোগে বলা হয়, গত ১৪ অক্টোবর দুপুর ২টার দিকে উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের পাকুড়িয়া গ্রামের দারুল আববার মাদরাসায় পড়তে যায় ওই ছাত্রী। এ সময় শিক্ষক নান্নু তাকে একা অফিসকক্ষে নিয়ে যৌন নিপীড়নের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত শিক্ষক পালিয়ে যান।

পরে বিষয়টি জানাজানি হলে ভুক্তভোগী ছাত্রীর মা থানায় অভিযোগ করেন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মাদরাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা আনোয়ারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সালিশের নামে অর্থ আদায়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, সরকারি জায়গা দখল, ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও মাদক কারবারে সম্পৃক্ততাসহ নানা অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১১ নম্বর পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে।

রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসন ও সাংবাদিকদের কাছে আবেদন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন আনোয়ার হোসেন ও তাঁর অনুসারীরা। এ সময় চাঁদা আদায়, ব্যবসায়ীদের হয়রানি, জমি ও সরকারি সম্পদ দখল এবং সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের একাধিক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেন আনোয়ার হোসেন ও তাঁর কর্মীরা। লৌহজাঙ্গা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের কাছ থেকেও অর্থ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

পাইকপাড়া আবাসনের পেছনে আজাদ ও তাঁর ছেলে অনিকের কাছ থেকে ছাগল চুরির অপবাদ দিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। হাটগোপালপুর বাজারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে মিমি ফার্মেসিসহ সাতটি দোকানে পরিকল্পিতভাবে চুরি করানোর অভিযোগও রয়েছে। এতে আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।

তাঁদের ভাষ্য, এ ঘটনায় তৎকালীন ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত শুরু করলেও পরে তা আর এগোয়নি। একই বাজারের

গ্রহণ এবং এলাকায় স্বাভাবিক ব্যবসায়িক ও সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগী হাসান বলেন, ‘হাটগোপালপুর বাজারের পাটের ব্যবসা করি আমি। আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করে আনোয়ার ও তাঁর অনুসারীরা। পরে এ ঘটনায় সালিশ বসে। সালিশে ১০ লাখ টাকার পাটের বিপরীতে মাত্র ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয় আমাকে। বাকি টাকা আনোয়ার হোসেন আত্মসাৎ করে।’

আরেক ভুক্তভোগী পদ্মাকর গ্রামের জাহিদ মোল্লা বলেন, ‘আমার পরিবারের সবাই বিএনপির রাজনীতি করে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অনেক বছর নির্যাতনের শিকার হয়েছি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আনোয়ার হোসেন আমার পরিবারকে বাড়িছাড়া করে। এ পর্যায়ে তাঁকে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি। তাঁর কাছে এখনো জিম্মি হয়ে আছি।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সব মিথ্যা। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি মহল।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু বলেন, ‘অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে সেটা নিয়ে তদন্ত করা হবে। সত্যতা পেলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

গাংনীতে ১৩টি আমগাছের চারা কেটে ফেলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে জমিতে লাগানো ১৩টি আমগাছের চারা কেটে ১০ হাজার টাকার ক্ষতিসাধনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তিনজনের

বিরুদ্ধে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী আব্দুল হালিম।

অভিযোগকারী মোহাঃ আব্দুল হালিম (৪৮) গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়ার বাসিন্দা। অভিযুক্তরা হলেন মোছা. পারভীনা আক্তার (৪০), তার স্বামী আক্তার আলী (৪৫) এবং সাহারবাটি গ্রামের বাঙ্গালপাড়ার কাশেম আলী (৫০)।

লিখিত অভিযোগে আব্দুল হালিম উল্লেখ করেন, অভিযুক্তদের জমির পাশে তার একটি আমবাগান রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত কাশেম আলী পারভীনা আক্তারের জমি চাষাবাদ করেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা বিভিন্ন সময় তার জমিতে থাকা আমগাছের চারা কাটার চেষ্টা করেন। এ নিয়ে নিষেধ করলে তাকে গাছের চারা কেটে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, গত ১৪ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমবাগান দেখে তিনি মেহেরপুরে চলে যান। পরে ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাগানে গিয়ে দেখতে পান, কে বা কারা তার জমিতে থাকা ১৩টি আমগাছের চারা কেটে ফেলেছে। এতে তার প্রায় ১০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের কাছে জানতে চাইলে তারা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। জমির সীমানা পাশাপাশি হওয়া এবং এর আগে গাছের চারা কাটার হুমকি দেওয়ার কারণে অভিযুক্তরা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন বলে সন্দেহ করছেন আব্দুল হালিম।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁদের মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ দাওয়াত

দিয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা দেয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে আন্তঃক্যাডেট কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের দাওয়াত দিয়েও অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে না দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ঝিনাইদহের সংবাদকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষুব্ধ সংবাদকর্মীরা জানান, গত ১০ অক্টোবর ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে আন্দঃক্যাডেট কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে জেলার কয়েকজন সংবাদকর্মীকে আমন্ত্রণ জানায় ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও কলেজ কর্তৃপক্ষ ও যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিন জন তিন দিন করে তদন্ত করে চিঠি করে দাওয়াত দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। পরে প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। সমাপনী অনুষ্ঠানেও সাংবাদিকদের চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রণপত্র পেয়ে দুপুরে সংবাদকর্মীরা ক্যাডেট কলেজ গেটে উপস্থিত হন। এ সময় সাংবাদিকদের প্রবেশের অনুমতি নেই, জানিয়ে তাদের কে ক্যাডেট কলেজ ছাড়তে বলা হয়। এ ঘটনায় জেলার সংবাদকর্মীদের মাঝে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি বাংলাভিশনের জেলা প্রতিনিধি আসিফ ইকবাল মাখন বলেন, বিষয়টি অত্য দুঃখজনক। সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে না দেয়ার ঘটনায় নিন্দা জানাই। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের কাছে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। সেই সাথে ক্যাডেট কলেজের সকল সংবাদ বর্জনের ঘোষণাও দেন।

এদিকে জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এনটিভির স্টাফ রিপোর্ট মিজানুর রহমান জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের দাওয়াত দেওয়ার আগে বিভিন্নভাবে তদন্ত করে চিঠি দিয়ে দাওয়াত দিয়েছে। এরপর সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে না দেওয়া অত্যান্ত দুঃখজন। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। অবশ্যই সাংবাদিকদের সাথে এমন আচরণের ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জোর দাবি জানাচ্ছি। এ বিষয়ে জানতে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে অ্যাডজুটেন্টের সঙ্গে কথা বলুন। আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি আমার জানা নেই।

ঝিনাইদহে গৃহবধূর আত্মহত্যা, স্বামী-শাশুড়ির নির্যাতনের অভিযোগ পরিবারের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় মনিকা খাতুন (২১) নামে দুই সন্তানের জননী এক গৃহবধূর গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে শহরের কামারকুন্ডু উত্তরপাড়ায় তাঁর বাবার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মনিকার পরিবারের অভিযোগ, স্বামী ও শাশুড়ির নির্যাতনের কারণে মানসিক চাপে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্ত ও তদন্তের পর জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নিহত মনিকা ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ছোট কামারকুন্ডু উত্তরপাড়ার মতিউর রহমানের মেয়ে।

পরিবারের সদস্যদের সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে অসুস্থ চাচিকে দেখতে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মনিকার কথা- কাটাকাটি হয়। এ সময় হাটগোপালপুর বাজারে তাঁর স্বামী নিশান তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ পরিবারের। পরে মনিকা তাঁর চাচির কাছে গিয়ে নিজের কষ্টের কথা জানান এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিতে বলেন বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাবার বাড়িতে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মনিকাকে পাওয়া যায়।

পরিবারের আরও অভিযোগ, নিশান দীর্ঘদিন ধরে অন্য এক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। এ বিষয়টি নিয়ে মনিকাকে বিভিন্ন সময় নির্যাতন করা হতো বলেও দাবি তাঁদের। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান বলেন, “মৃত্যুর ঘটনাটি শুনেছি। অভিযোগের ভিত্তিতে

তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।”

কোটচাঁদপুরে দেহ ব্যবসার অভিযোগে ৪ নারী ও ১ পুরুষ আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে দেহ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চার নারী ও এক পুরুষকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার দুপুরে স্থানীয় দুধসরা বাসস্ট্যান্ডের অদূরে সানাউল্লাহর তিনতলা ভবনে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন—মহেশপুর উপজেলার জলিলপুর গ্রামের রেজাউল ইসলামের মেয়ে রাজিয়া খাতুন (৩৭), মাইলবাড়িয়া গ্রামের শাহ জালালের মেয়ে মাহফুজা খাতুন (২৭), ঝিটকিপোতা গ্রামের জিয়াউর রহমানের ছেলে নাসিম রাজা (৩৫), চুয়াডাঙ্গার দর্শনা এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আকাশ হোসেনের মেয়ে ফেরদৌস লামিয়া (২০) এবং আন্দোবাড়িয়া গ্রামের হাসানের স্ত্রী তাজ নাহার (৪৫)।

স্থানীয় ভাঙারি ব্যবসায়ী রাজু আহম্মেদ বলেন, ভবনটির মালিক সানাউল্লাহ। আগে তিনি কাঠের ব্যবসা করতেন, বর্তমানে ছোটখাটো ব্যবসা করেন। তাঁর ছেলেরা বিদেশে থাকেন। কিছুদিন আগে ভবনটির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ওই ভাড়াটিয়ারাই প্রথম সেখানে ভাড়া উঠেছেন।

রাজু আহম্মেদ আরও বলেন, ঘটনার সময় তিনি নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলেন। তখন পুলিশের একটি পিকআপ আসতে দেখেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশ আটক ব্যক্তিদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। পরে তিনি জানতে পারেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

কোটচাঁদপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ পরিদর্শক বিধান কুমার বিশ্বাস বলেন, আটক ব্যক্তিরা এর আগে মহেশপুরে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। বিষয়টি জানাজানি হলে তাঁরা সেখান থেকে এসে কোটচাঁদপুরের ওই ভবনে এ কার্যক্রম শুরু করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার ওই ভবনে অভিযান চালিয়ে চার নারী ও এক

পুরুষকে আটক করা হয়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোটচাঁদপুর পৌর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ পরিদর্শক বিধান কুমার বিশ্বাস ও অন্য পুলিশ সদস্যরা দুধসরা বাসস্ট্যান্ডের ওই ভবনে অভিযান চালান। এ সময় চার নারী ও এক পুরুষকে আটক করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাঁদের আদালতে পাঠানো হবে।

পুলিশ জানায়, আটক ব্যক্তিরা বর্তমানে কোটচাঁদপুর থানার হেফাজতে রয়েছেন।